সাপ্তাহিক মুক্তকাল

ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে

জামালপুর ॥ রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ ০৬ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ২৭ রবিঃ আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৮ মূল্য ৫ টাকা





মেলান্দহে ২০৫০ পিস ইয়াবাসহ মাদককারবারি গ্রেপ্তার

সাজ্জাদ হোসাইন শাহীন

জামালপুরের মেলান্দহে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২০৫০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদককারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে তার স্ত্রী ও আরেক সহযোগী পালিয়ে গেছে। পুলিশ জানায়, শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এসআই (নিঃ) মো. সাজেদুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে এএসআই (নিঃ) শীতল পাল, এএসআই (নিঃ) সবুজ মিয়া ও কনস্টেবল সোহেলসহ মেলান্দহ থানার একটি দল মেলান্দহ বাজারের ছাগল হাটির ইজারা অফিসের সামনে অভিযান চালায়। এ সময় ২০৫০ পিস ইয়াবাসহ দুলাল (৪৫) নামে একজনকে

৩ এর পাতায় দেখুন

বিভেদ নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে : মিল্লাত

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



“দলকে শক্তিশালী করতে বিভেদ নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে”—বকশীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও সাবেক এমপি বকশীগঞ্জ-দেওয়ানগঞ্জের গণমানুষের নেতা এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় বকশীগঞ্জ খয়ের উদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তবে প্রবল বৃষ্টির কারণে মাঠে পানি জমে গেলে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রধান সড়কে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলহাজ্ব মানিক সওদাগর।

প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম প্রিন্স।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার শাহাদাত বিন জামান সোভনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন,

“আগামী নির্বাচনে আমাদের জয় নিশ্চিত করতে হলে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিভেদ সৃষ্টি করলে দলের ক্ষতি হবে, তাই সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। জনগণের ভালোবাসা ও ভোটই আমাদের শক্তি। এজন্য

৩ এর পাতায় দেখুন

মাদারগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অটোচালক আটক

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



জামালপুরের মাদারগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক অটোচালক কে আটক করেছে স্থানীয়রা। শনিবার সকালে উপজেলার চরপাকেরদহ ইউনিয়নের কোয়ালিকান্দি দক্ষিণ পাড়া শাহ কামাল নতুন বাজার এলাকায় হিদাগাড়ী এলাকার ফরহাদ হোসেন কাঞ্চনের ৭ বছর বয়সী মেয়ে প্রাইভেট পড়তে আসার পথে এ ঘটনা ঘটে।

আটক অটোচালক ইসলামপুর উপজেলার নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের কাজলা এলাকার আনিছুর রহমানের ছেলে শফিকুল ইসলাম (২৫)

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হিদাগাড়ী এলাকা থেকে অটো নিয়ে আসার পথে শিশুকে রাস্তায় একা পেয়ে অটোচালক গাড়ি থামিয়ে শিশুটিকে কলার বাগানে নিয়ে যায়। লোকজন দেখতে পেলে ছেড়ে দিয়ে অটো নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন অটোচালক। এক কিঃমিঃ রাস্তা ধাওয়া করে অটোসহ চালককে আটক করে স্থানীয়রা।

পরে কোয়ালিকান্দি নতুন বাজারে নিয়ে অটোচালকের হাত বেঁধে রাখে স্থানীয় জনতা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং অটোচালক শফিকুলকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে মাদারগঞ্জ মডেল থানার ওসি সাইফুল্লাহ সাইফ জানান, শিশুটির বাবা বাদী হয়ে ধর্ষণ চেষ্টার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করবে। অভিযুক্ত অটোচালককে জামালপুর বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হবে।

জাবিপ্রবিতে হলের সিটের দখলের দ্বন্দ্বে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

জাবিপ্রবি প্রতিনিধি

জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবিপ্রবি) ছাত্র হলে সিট দখলকে কেন্দ্র করে শাখা ছাত্রদলের দুই পক্ষের বিরোধে এক নেতার বিরুদ্ধে অন্য নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।



এ ঘটনায় বিচার চেয়ে ভুক্তভোগী ছাত্রদল নেতা প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, ১৩ সেপ্টেম্বর আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও জাবিপ্রবি শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এ কে এম আবদুল্লাহ আল মাসুদ এবং তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী ও যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ, হলে থাকা সমাজকর্ম বিভাগের মাস্টার্সে অধ্যয়নরত ছাত্রদলের আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইকরাম হোসেনের রুমে (ছাত্র হলের ২০৩ নম্বর রুম) প্রবেশ করে একটি সিট দখল নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন।

ইকরাম হোসেন অভিযোগে উল্লেখ করেন, সংশ্লিষ্ট সিটে পূর্বে সমাজকর্ম বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী সোহান ও রাশেদ অবস্থান করত এবং হলে নতুন সিট বণ্টনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি ওই সিটে উঠতে আপত্তি জানান। এক পর্যায়ে সিএসই বিভাগের চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল সদস্য মো. জোবাইদ হোসাইনকে জোর করে ওই সিটে তুলে দিতে

৩ এর পাতায় দেখুন



জামালপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ২ ফার্মেসিকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার

জামালপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুটি ফার্মেসিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ৩টার দিকে শহরের স্টেশন রোড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরীফুল ইসলাম। এ সময় তার সঙ্গে জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে মেসার্স আলম

৩ এর পাতায় দেখুন

সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে আত্মীয়ের বাড়িতে যাতায়াত, আলোচনায় চালক

সাজ্জাদ হোসাইন শাহীন

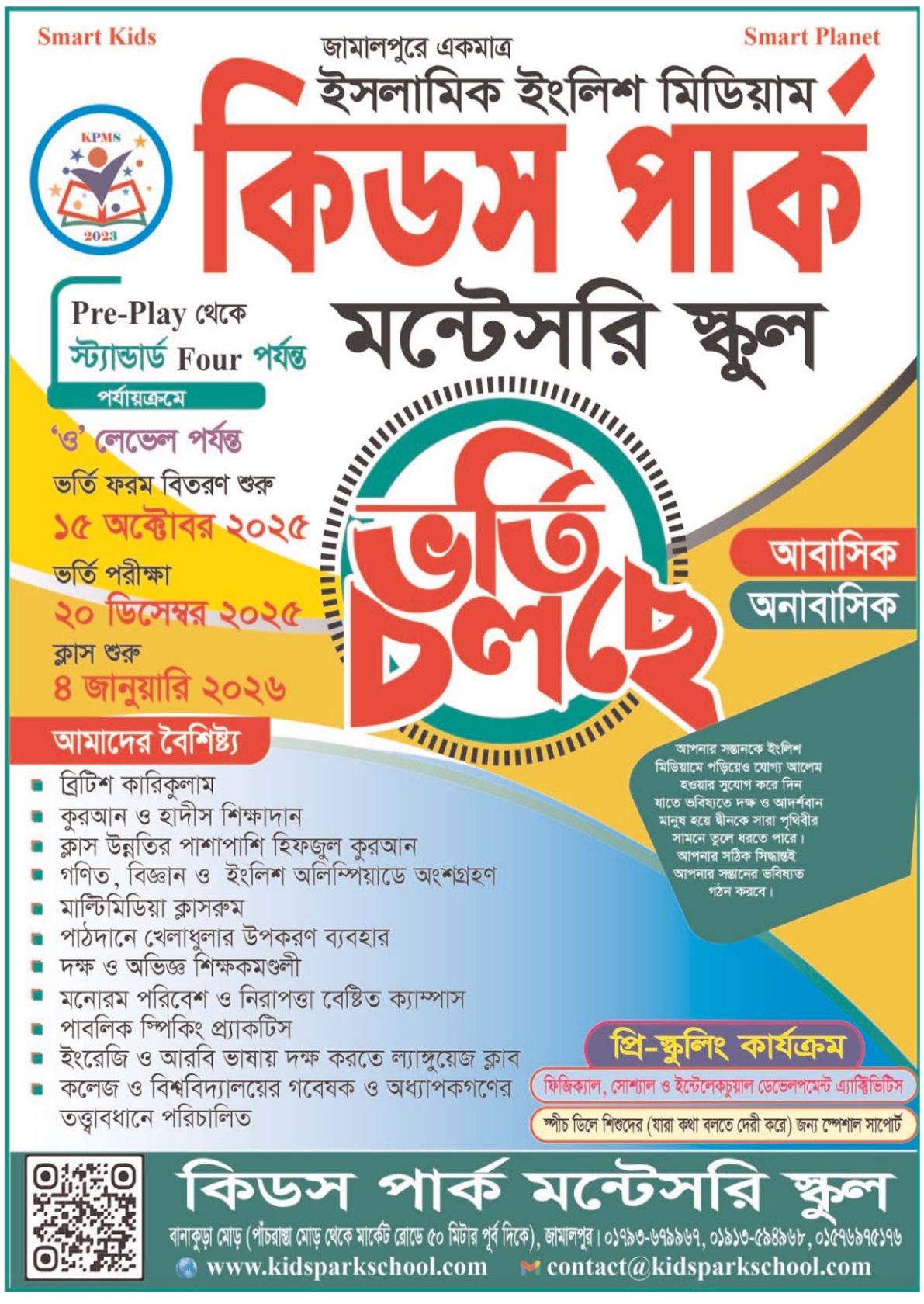
জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে আত্মীয়ের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন চালক আ. রহিম।



সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি ছেলের বউ ও বিয়াই বাড়ির লোকজনকে টনকিপাড়া এলাকায় পৌঁছে দেন। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “সরকারি অ্যাম্বুলেন্স শুধুমাত্র রোগী পরিবহনের জন্য অনুমোদিত। ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।” স্থানীয় সূত্র জানায়, কয়েক মাস আগে টনকিপাড়া এলাকার আবুল কালাম ওরফে কালার মেয়ের সঙ্গে চালক আ. রহিমের ছেলের বিয়ে হয়। এরপর মাঝে মধ্যেই তিনি ছেলের বউ ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে আনা-নেওয়া করেন।

অভিযোগের বিষয়ে চালক আ. রহিম বলেন, ওইদিন আত্মীয়ের বাড়িতে গেছিলাম। এটা ঠিক। আর কোনদিন গেছি কেউ প্রমাণ দিতে পারবেনা।

জামালপুর সিভিল সার্জন ডা. আজিজ বলেন, “অ্যাম্বুলেন্স ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের বিষয়টি আমার জানা ছিল না। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”





সাপ্তাহিক মুক্তকাল
ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে

একাদশ শ্রেণির ইংরেজি কোর্স
HSC এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি চলুক এক সাথে
- ১ম পত্রঃ প্যাসেজগুলো Sentence by Sentence কনটেক্সট ও গ্রামার ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়।
- ২য় পত্রঃ গ্রামার রুলস পড়ানো হয় এবং বোর্ড প্রশ্নসহ প্রচুর প্রশ্ন সমাধান করানো হয়।
- রাইটিংঃ প্যারাগ্রাফসহ সকল Writing ফ্রি-হ্যান্ড লেখা শেখানো হয়।
- দুর্বলদের জন্য বিশেষ কেয়ার এবং প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ শীট প্রদান করা হয়।
- সপ্তাহে ১ দিন ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

১ম ও ২য় পত্রের মোট ক্লাস- ১০০ টি পরীক্ষা-১০টি



শিক্ষক: মোহাম্মদ আলী
B.A (Hons), M.A (English), M.A in ELT (Jahangirnagar University)
প্রভাষক, ড. আব্দুল মজিদ তালুকদার ডিগ্রি কলেজ, জামালপুর।
ঠিকানা: বানাকুড়া মোড় (Kidspark School), পাঁচ রাস্তা থেকে ৫০ মিটার পূর্ব দিকে
01793-679967
আসন সীমিত-আজই রেজিস্ট্রেশন করুন!

জামালপুর ॥ রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ ০৬ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ২৭ রবিঃ আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৮

শেরপুরে পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে ১৫ গ্রাম প্লাবিত

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরে আকস্মিক পাহাড়ি ঢলে ঝিনাইগাতী উপজেলার মহারশি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে প্রায় ১৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এ ছাড়া পানির তোড়ে ভেসে গেছে ১০টি কাঁচা-পাকা ঘর। ঝিনাইগাতী বাজারে ডুবে গেছে ঝিনাইগাতী-শেরপুর আঞ্চলিক সড়ক। সোমেশ্বরী নদীর দুপাড়ে কয়েকশ বাড়িঘরে পানি প্রবেশ করে মালামাল নষ্ট হয়েছে জানা গেছে, গত দুই দিনের টানা বর্ষণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে নেমে আসা ঢলের পানি শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত



হওয়ার ফলে চারটি ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামের শত শত পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ মাত্র এক মাস আগে পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি সংস্কার করা হয়। তবে নিম্নমানের কাজের ফলে বাঁধের প্রায় ১৫০ মিটার অংশ পানির তোড়ে বিলীন হয়ে ফসলি জমিতে পানি প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইইএনও) মো. আশরাফুল ইসলাম রাসেল জানান, ইতোমধ্যে মহারশী নদী রক্ষা বাঁধের কাজ চলমান। আমি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছি। আমাদের যথেষ্ট বন্যা দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি রয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ও গো-খাদ্য মজুত রয়েছে। পানি নেমে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান'

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

বৈষম্য, ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত একটি ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও জামালপুর-০১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদী।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টালিয়াপাড়া, মাষ্টারবাড়ি ও টিকরকান্দি এলাকায় গণসংযোগ শেষে টিকরকান্দি বাজারে আয়োজিত ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



বাট্টাজোড় কেরামতিয়া রিয়াজুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসায় ছবক অনুষ্ঠান

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বাট্টাজোড় কেরামতিয়া রিয়াজুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসায়" আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় আলিম প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ছবক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মেহেরুন্নেসা পাঠাগার মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা আদেল ইবনে আওয়াল আরমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আলহাজ মাওলানা সুলতান ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

বাঁশ দিবস : টেকসই উন্নয়ন ও ঐতিহ্য রক্ষায় বাঁশের ভূমিকা

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা



আজ ১৮ সেপ্টেম্বর, বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব বাঁশ দিবস। ২০০৯ সালের এই দিনে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্ব বাঁশ কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির যাত্রা শুরু হয়

'বিশ্ব বাঁশ সংস্থা'র তৎকালীন সভাপতি কামেশ সালাম এ দিবস পালনের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। সে সময় প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধি প্রস্তাবটিকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেন।

বাঁশকে ঘিরে যেমন রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তেমনি রয়েছে অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, বাঁশ মূলত কোনো গাছ নয়; এটি ঘাস পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্য।

পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। সাধারণত গুচ্ছ আকারে জন্মানো এ উদ্ভিদকে বলা হয় বাঁশঝাড়।

বাংলাদেশে 'বাঁশ' শব্দটি মাঝে মাঝে রসিকতা বা অন্য অর্থে ব্যবহার হলেও বাস্তবে এটি নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি উপাদান। আসবাবপত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী, নির্মাণকাজ থেকে শুরু করে খাদ্য হিসেবে কচি বাঁশের অঙ্কুর ব্যবহার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। পরিবেশবান্ধব এই উদ্ভিদ দ্রুত বাড়ে এবং মাটির ক্ষয়রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



শিক্ষার মানোন্নয়নে বকশীগঞ্জে মতবিনিময় সভা

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে উপজেলা মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

৪ বছর ধরে ভারতে কারাবন্দি জামালপুরের তিন কিশোর

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার জোনাইল গ্রামের তিন কিশোর দীর্ঘ চার বছর ধরে ভারতের লখনৌ সেন্ট্রাল জেলে আটক রয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য দালালের খপ্পরে পড়ে চার বছর ধরে ভারতের কারাগারে বন্দি রয়েছে মাদারগঞ্জের তিন কিশোর।

ভারতের উত্তর প্রদেশের লখনৌ কারাগারে তাদের রাখা হয়েছে বলে দাবি করছে তাদের পরিবার।

বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগের পরও তাদের ফেরত না পাওয়ায় এখনো হতাশায় দিন পার করছে তাদের পরিবার।

তিন কিশোর হলো- মাদারগঞ্জ পৌরসভার জোনাইল পক্ষীমা?? এলাকার মোঃ সোনা মন্ডলের ছেলে মেহেদি (১৯), মোঃ জয়নাল মিয়ার ছেলে মমিন (১৮) ও মোঃ রেজাউল করিমের ছেলে শাওন (১৬)

দীর্ঘদিন ধরে তারা কারাভোগ করলেও এখনো মুক্তি কিংবা আইনি সহায়তার বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও কার্যকর দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলো মানবাধিকার ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



এসআই খায়রুজ্জামানের তৎপরতায় ৮২ দিন পর উদ্ধার হলো জামালপুরের তাওহীদ

স্টাফ রিপোর্টার হৃদয় আহম্মেদ

নিখোঁজ হওয়ার দীর্ঘ ৮২ দিন পর অবশেষে পরিবারের কোলে ফিরে এসেছে জামালপুরের কিশোর আব্দুল তাওহীদ। পুলিশি তৎপরতা, বিশেষ করে সদর থানার এসআই খায়রুজ্জামানের নিরলস প্রচেষ্টা ও কৌশলগত অনুসন্ধানের ফলেই সম্ভব হয়েছে এই উদ্ধার। পরিবার ও এলাকাবাসীর মতে, তার অবদান ছাড়া হয়তো আজও ছেলেটি নিখোঁজই থেকে যেত।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

বকশীগঞ্জের খয়ের উদ্দিন ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় নবীনবরণ

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



জামালপুরের বকশীগঞ্জের খয়ের উদ্দিন ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে আলিম প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় মাদ্রাসার হলরুমে আয়োজিত মোছদ্দেকুর রহমান মানিক স্যারের সঞ্চালনায় এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বকশীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ জহুরুল হোসেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল করিম, সহকারী অধ্যাপক মোছাদ্দেক হোসেন (মানিক), সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক হোসনে আরা, প্রভাষক মাওলানা ছাইদুর রহমান, প্রভাষক সওদা খাতুন, প্রভাষক হাসিবুল হাসান, প্রভাষক মাহফুজুর রহমানসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম নবীন শিক্ষার্থীদের ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



জামালপুরে পুকুর থেকে শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার

জামালপুর শহরের ঐতিহ্যবাহী সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের পুকুর থেকে দুপুরে মো. রাহিম নামে এক ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল তিনটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

যুবতীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় বিএনপি নেতা

স্টাফ রিপোর্টার



জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় এক যুবতীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় বিএনপি নেতা আবু বক্কর সিদ্দিকের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

জানা গেছে, রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পর থেকেই ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে ছবিগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আলোচিত আবু বক্কর সিদ্দিক মাদারগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। এর আগে তিনি ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আওয়ামী লীগ নেতা রায়হান রহমতুল্লাহ রিমুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। ওই ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন





জামালপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

বিল্লাল হোসাইন, জামালপুর

জামালপুরে আনন্দ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিয়েছে জামালপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দিনব্যাপী শহরের পশ্চিম কাচারীপাড়া জামালপুর ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



অপহরণের নাটক করা সেই ছাত্রলীগ নেতা সাহেদ গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

অপহরণের নাটক সাজানো সেই ছাত্রলীগ নেতা মো. শাহেদ আলীকে গ্রেপ্তার করেছে জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন জামালপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



উপদেষ্টা সম্পাদক- নয়ন আসাদ, সম্পাদক-মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী সম্পাদক- আতিকুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক- আব্দুল হালিম। মুক্ত মিডিয়া ইনিশিয়েটিভের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক বানাকুড়া মোড় জামালপুর থেকে প্রকাশিত ও শিহাব অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, জামালপুর থেকে মুদ্রিত, বার্তা-বাণিজ্য ও সম্পাদকীয় কার্যালয়- বানাকুড়া মোড়, জামালপুর-২০০০, মোবাইল-০১৭৯৩৬৭৯৯৬৭, বিজ্ঞাপনের জন্য- ০১৮৭৭৪৪৩৩১৪, ই-মেইল: muktokal@gmail.com, Web: www.muktokal.com

সম্পাদকীয়

নিত্যপণ্যের বাজারে লাগাম টানতে হবে এখনই

রাজধানীসহ দেশের বাজারে নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনকে গভীর সংকটে ফেলেছে। মাছ, মাংস, ডিম থেকে শুরু করে সবজি-সব কিছুর দাম এতটাই বেড়েছে যে সীমিত আয়ের মানুষের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় বহু পরিবার ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। টিসিবির সর্বশেষ বাজারদর পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশি পেঁয়াজ কেজিতে ৭৫-৮০ টাকা, মুরগির ডিম ডজনপ্রতি ১৩৫-১৪৫ টাকা, মসুর ডাল ১৬০-১৮০ টাকা, করলা ১০০-১২০ টাকা, এমনকি সবচেয়ে সস্তা সবজি পেঁপেও ৩৫-৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ঢাকার বাজারে যে সবজি দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয়, জেলা শহরে সেটি তুলনামূলক সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকেই স্পষ্ট হয়, সরবরাহ শৃঙ্খলে অস্বচ্ছতা ও মনোপলি ভোক্তাদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। ক্রেতারা মনে করছেন, সরকারের পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় বাজারে অরাজকতা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা দায় দিচ্ছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সরবরাহ ঘাটতির ওপর। তবে বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ও সরকারি সংস্থার দুর্বল তদারকিই পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করেছে। ভোক্তা অধিকার কর্মীরা যুক্তি দিচ্ছেন, ভোক্তাদের সহনশীলতাকে পুঁজি করেই অসাধু ব্যবসায়ীরা অযৌক্তিকভাবে দাম বাড়াচ্ছে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ যথার্থই বলেছেন-মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনা, পাইকারি পর্যায়ে মনোপলি ভাঙা, আমদানিতে শুল্ক হ্রাস এবং কৃষিপণ্যের সরাসরি বিপণন চ্যানেল শক্তিশালী করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে-এই অবস্থার স্থায়ী সমাধান কোথায়?

বিএনপির ছন্দপতনের সম্ভাবনা ও পর্যালোচনা



আহনাফ বাপ্পি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এই মুহূর্তে দেশের সর্ববৃহত রাজনৈতিক দল এবং জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সবচে নিকটে অবস্থান করছে বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ বিভিন্ন লেখনি এবং টকশো গুলোতে মতামত তুলে ধরেছিলেন বা এখনও ধরছেন। এই মুহূর্তে ক্ষমতায় বসার দৌড়ে সবচে এগিয়ে থাকা বিএনপির ছন্দপতন হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু জনগনের মিডিয়াতে প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ, সম্প্রতি দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ফলফলে ছাত্রদলের ভরাডুবি, এবং বিএনপির বিভিন্ন পর্যায় থেকে বারবার বিভিন্ন অপ্রীতিকর কাজের দ্বারা মিডিয়ার শিরোনাম হওয়া এগুলো কিছু মাস আগের রাজনৈতিক পর্যালোচনাকে বদলে দিচ্ছে।

বিএনপি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর হাত ধরে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট তিন বার বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৮, ১৯৯১ এবং ২০০১। এর মধ্যে প্রথম দু'বার বিপ্লব পরবর্তী সময় বিএনপির অনুকুলে থাকায় সেটা নির্বাচনের বিএনপিকে বড় ধরণের আনুকূল্য প্রদান করে। প্রথমটি সিপাহী বিপ্লব পরবর্তী সময় এবং দ্বিতীয়টি ৯০এর স্বৈরাচার বিরোধী বিপ্লব পরবর্তী ১৯৯১ এর নির্বাচন।

তখন এরশাদ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন মওদুদ আহমদ, যিনি পরবর্তীতে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন। মওদুদ আহমদ ২০২১ সালে মারা যান। মওদুদ আহমেদের লেখা 'চলমান ইতিহাস, জীবনের কিছু সময় কিছু কথা ১৯৮৩-১৯৯০'বইতে এ বিষয়টি উঠে এসছে। ৯০ এর আন্দোলনে বেগম জিয়ার সাহসী ভূমিকা এবং নেতৃত্ব উনাকে দেশের নতুন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিএনপি ১৪৪টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজন করে। খালেদা জিয়া ৫টি আসনে নির্বাচন করে সবকটিতে জয়ী হন। বিএনপি জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠন করে। ১৯ মার্চ খালেদা জিয়া দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

শুধুমাত্র ২০০১ এর নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় এর প্রেক্ষাপটে কোন আন্দোলন বা বিপ্লব ছিল না । এখন জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সময়েই শেখ হাসিনা পলায়নের পর যে দুটি দল বেশি লাভবান হয়েছে তারা হল বিএনপি এবং জামায়াত। এর মধ্যে বিএনপি রেসে বেশি এগিয়ে ছিল। কিন্তু তাদের ১৩ মাসের বিভিন্ন কার্যকলাপ তাদের ট্র?্যাকের ছন্দপতন ঘটিয়েছে। যার কারণে গুলো হল;

১) বিএনপি সবসময় ডানপন্থী দল হিসেবে রাজনীতি করেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানে "আল্লাহর প্রতি আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস" যোগ করার মাধ্যমে দেশের তওহীদি জনতার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। এরপর বেগম জিয়া দল পরিচলনার দায়িত্বপালনকালে আলেম উলামাদের কাছে রাখতেন। বেগম জিয়া এবং আলেম সমাজ সাথে উভয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ। কিন্তু বেগম জিয়া পরবর্তী বিএনপিতে মৃদু সেকুলারিজম, মৌলবাদ নিয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা, নেতাদের বামপন্থার ভাব ধরে থাকা বামপন্থায় দল কে ফর্ম করায়। যে কারণে আওয়ামীলীগের যে বামপন্থী অবস্থান সেটির শূণ্যতা পূরণ করে বিএনপি। এর ফল স্বরূপ ডানপাশে জামায়াতের অবস্থান পোক্ত হয়।

২) আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠা করা বিভিন্ন 'ট্যাগিং' বিরোধীদের জন্য ব্যবহার করাটা নেতিবাচক হয়েছে। যেমন মৌলবাদ, রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড় প্রভৃতি কথা বার্তা বা শ্লোগান। ২০-২২ বছর বয়েসী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদেরকে রাজকার গালি দিলে মানুষ সেটাকে পজিটিভলি নেয় না। যার ফলাফল দৃশ্যমান।

৩) দখলদার ও চাঁদাবাজদের নিয়ন্ত্রন না করার কারণে এগুলো বারবার খবরের শিরোণাম হচ্ছে। হাট-ঘাট-বাজার ইত্যাদি দখল ও চাঁদা উত্তোলনকে মানুষ একদম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা যদি আওয়ামী দখল মুক্ত করে সেসব জায়গাগুলো স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করত তাহলে মানুষের মন জয় করতে পারত। কিন্তু হয়েছে বিপরীত।

৪) অন্তর্কোন্দল ও মারামারির বহু ঘটনা ঘটেছে। নেক্কারজনক কিছু হত্যাকান্ডের ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় বিএনপির নেতবাচক ইমেজ তৈরী হয়েছে। বিএনপির হাই কমান্ড এবং জনাব তারেক রহমান বারবার এব্যপারে নির্দেশনা দিলেও তৃণমূল নিয়ন্ত্রতের এর প্রভাব ছিল কদাচিৎ। জুন মাসে বিএনপির ব্যাপরে গত জুন মাসে '১০ মাসে সারা দেশে ১২৩ খুন' হয়েছে এ ধরণের একটি অভিযোগ আসে। বিবিসি বাংলাসহ দেশের শীর্ষ গণমাধ্যমসহ একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১২৩টি হত্যাকাণ্ডের খবরের মধ্যে অন্তত ২০টি খবর বিভ্রান্তিকর (মিসলিড) তথ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩টি সংবাদে তথ্যগত ভুল ছিল। এছাড়া ৫৯টি ঘটনার খবর তথ্যগত ঠিক ছিল(সুত্র- বিডি টুডে)।

৫) জুলাই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কিছু বক্তৃতা, "জুলাই সনদকে ফেলে দেব" এধরণের কিছু অযাচিত বক্তব্য বিএনপি নেতৃবৃন্দের কাছে থেকে এসেছে যা তরুণ প্রজন্মকে হতাশ করেছে। সংস্কার প্রস্তাবনাগুলোতে তাদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান ছিল। ইনিজনিয়ার ইশরাক কান্ড বেশ সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। সমন্বয়ক ও উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বনাম ইনিজ ইশরাক বিষয়টি ছিল কিছুদিরেন হটটপিক।

৬) বিরোধী ছাত্রসংগঠনের মোকাবিলায় তাদের প্যারালাল কর্মসূচী না দিয়ে শুধু গৎবাধা বক্তৃতায়, রাজাকার, গুপ্ত, লুঙ্গির নীচে এ ধরণের বক্তব্য ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ বারবার দিয়েছেন। কিন্তু তাদের বন্ধু সংগঠন ছাত্রশিবির নিজস্ব কর্মসূচী থ্রো করেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। এবং দৃষ্টিনন্দন অনেক প্রোগ্রাম তারা করেছে যেমন; সাইন্সফেস্ট, জুলাই প্রদর্শনী, বিভিন্ন ক্যাম্পাসে গণইফতার, ঈদে গণখাওয়ার আয়োজন, শিক্ষার্থীদের সমস্য সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি। যার ফল তারা হাতেনাতে পাচ্ছে। ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ভূমিধ্বস বিজয় দেশব্যাপী জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের একটা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে যার প্রভাব সুদুরপ্রসারী।

বিএনপির কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আনোদলেনে বিএনপির অবদান প্রচুর। দীর্ঘ দেড়যুগে জুলুম নিপীড়নের স্বীকার বিএনপির নেতাকর্মীরা ।অনেকে গুম হয়েছেন, খুন হয়েছেন তাদের পরিবারের কাছে দলটির দায়বদ্ধতা রয়েছে।। বেগম জিয়া সুদীর্ঘ সময় জুলুমের স্বীকার হয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার আসন তৈরী করে নিয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে বেগম জিয়া পরম শ্রদ্ধেয়। তার দলটি জুলাই বিপ্লবী পরবর্তী বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের আশা আকাঙ্খা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এমনটাই প্রত্যাশিত। এজন্য বিএনপিকে তার একবছরের পর্যালোচনা গুলোকে সামনে রেখে মাঠে ময়দানে ভূমিকা রাখতে হবে। গৎ বাঁধা বক্তব্য থেকে বের হয়ে এসে তরুণদের পালস বুঝে পদক্ষেপ না নিতে পারলে ক্ষমতায় রেসে তারা আরও পিছিয়ে পড়বেন যা অপ্রত্যাশিত।

ভাষা সৈনিকের জয়

-হামিদুর রহমান দোখে

ভাষা সৈনিকের
ভালোবাসা ছাড়া
ভাষা কী বেঁচে রয় ?
গোলাম আজমের জয়;
আবুল কাশেমের জয়
ভাষা সৈনিকের জয় ।।
ভাষা শহীদের রক্তে কেনা
মায়ের ভাষা বাংলার
তবু কেনো কোর্ট কাচারী ভিনদেশী তাবেদার ?
উঠবে জেগে বজ্রবেগে
নতুন সাজে নতুন প্রাণে বাঙ্গালি বিশ্বময় ।।
২১ এলেই উৎলে ওঠে
কথিত বাঙ্গালির বাঙ্গালিয়ান এখনও
ছাড়েনি পা-চাটানী গোলাম ব্রিটিশ
হিন্দুয়ান। হিংস্র হায়েনা বর্বর
এরাই বাংলার মিরজাফর এরাই জাতির
ধ্বংস বিনাশ ক্ষয় ।।
রফিক শফিক সালাম জব্বার
বীর বাঙালির বীর বাংলার
অহি আওয়াল বরকত জব্বার
বীর বাঙ্গালী বীর বাংলার ;
উচ্চ শিরে বজ্র কণ্ঠে
অগ্রে রীরের হুংকার ।
মাতৃভাষা বাংলার তরে
তমুদ্দুন মজলিশ অকাতরে প্রেরণা জোগায় জগৎময় !!

নাম ও তথ্য সংশোধন বিজ্ঞপ্তি

আমি মোছাঃ শাপলা আক্তার, পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম, স্বামী: মোঃ কামাল উদ্দিন, মাতা: মোছাঃ জেসমিন, সাং: মেরুরচর, থানা: বকশিগঞ্জ, জেলা: জামালপুর। জন্ম তারিখ: ২৬/০২/১৯৯৫, জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৪১৮৪৮৮৫৬৫।

আমার জাতীয় পরিচয়পত্রে আমার নাম "মোছাঃ শাপলা আক্তার" এবং পিতার নাম ও মাতার নাম সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার ২০১১ সালের বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড, নম্বরপত্র ও সনদপত্র (রেজিঃ নং ৬৪০৬৮৭/০৯, রোল নং ১৪৬২৬৫) এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালের আলিম পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড, নম্বরপত্র ও সনদপত্রে (রেজিঃ নং ৪৭৯৯৭৪/১১, রোল নং ১১৭৯৫৫) আমার নাম: শুধুমাত্র শাপলা "Shapla" এবং মাতার নাম: জেসমিন "Jesmin" লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার সঠিক নাম হবে: MST. SHAPLA AKTER

এবং আমার মাতার সঠিক নাম হবে: MST. JESMIN।

এ কারণে আমার দাখিল (২০১১) এবং আলিম (২০১৩) পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড, নম্বরপত্র ও সনদপত্রে উল্লিখিত নাম সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে আমি ইতোমধ্যে বিজ্ঞ নোটারি পাবলিক কার্যালয়ে একটি এফিডেভিট করেছি, যার নম্বর ৪৩৫১, তারিখ ০৯/০৯/২০২৫।

সবার অবগতির জন্য এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।

-মোছাঃ শাপলা আক্তার



পিআর পদ্ধতিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিতে হবে: জুবায়ের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, জুলাই সনদ এদেশের মানুষদের আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা ও প্রত্যাশার। আরেকটি স্বৈরাচারী সরকার যেন আবার চেপে বসতে না পারে সেজন্য জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিয়ে পিআর পদ্ধতিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিতে হবে।

তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষিত নির্বাচন হবে এবং এর আগেই দাবিগুলো আদায় করা হবে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেয়া আমাদের প্রস্তাব। এর জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। জামায়াতে ইসলামী ৩০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণাও দিয়েছেন। আমাদের প্রার্থীরা মানুষের কাছে যাচ্ছেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ নগরীর রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে মহানগর জামায়াত আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এসব কথা বলেন।

সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত মানবিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য জামায়াতের এ আন্দোলন উল্লেখ করে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, 'শহীদদের প্রতি আমাদের যে অঙ্গীকার, আহতদের প্রতি আমাদের যে সহমর্মীতা, আমরা সেটাকে সাথে নিয়ে একটি বাংলাদেশ গড়বো এবং সেটি হবে একটি বৈষম্যহীন, সন্ত্রাসমুক্ত, ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন এবং সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'

ভারতীয় দাদাগিরিতে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

যোবায়ের শাহী সৈকত

বাংলাদেশ সাতচল্লিশ হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট একটা দেশ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের চারদিকে ভারত। আমাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশি। কিন্তু স্বাধীনতার আগে বা পরে হোক কোনো সময়ই আমরা ভারত থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি। ভারত আমাদের সব সময়ই আগ্রাসন চালিয়ে গেছে। প্রতিবেশি সুলভ ভাতৃত্ব দেখায় নি।

এ ভারত আমাদের পদ্মানদীতে ফারাক্কা বাঁধ সহ প্রায় সকল নদীতে ব্যারেজ দিয়ে আমাদের গ্রীষ্মকালে পানির সংকট সৃষ্টি করে এবং বর্ষাকালে পানি ছেড়ে দিয়ে ডুবিয়ে মারে। ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি.এস.এফ আমাদের দেশের নাগরিকদের সীমান্তে পাখির মতো গুলি করে মেরে লাশ ফেলানির মতো সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার সাথে ঝুলিয়ে রাখে। বাংলাদেশে আসা ফেনসিডিল সহ অধিকাংশ ড্রাগের উৎসভুমি ভারত। তাঁরা এসব চোরাই পথে বাংলাদেশে পাঠিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করার পাশাপাশি এদেশের যুবসমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের চল্লিশটারও বেশি টিভি চ্যানেল বাংলাদেশে চললেও এ দেশের একটা চ্যানেলও ভারতে চলে না। স্টার জলসা, জি বাংলা চ্যানেলে কুরুচিপূর্ণ সিরিয়াল, নাটক দেখার কারণে এদেশে খুন-ধর্ষন- পরকীয়া বেড়ে গেছে। পাখি ড্রেসের জন্য এদেশে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। আর এপার বাংলা-ওপার বাংলা কিংবা যৌথ প্রযোজিত মুভি নির্মাণের বদলে নির্মাণ হচ্ছে যৌথ প্রতারণা।

এদেশের খদ্দেরে সয়লাব হয়েছে ভারতীয় বাজার। ভারত-বাংলাদেশ সরাসরি ট্রেন চলাচলের কারণে মানুষ এখন ঢাকাতে ঈদের কেনাকাটা করার পরিবর্তে ভারতের কলকাতায় যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভালো ভালো মানের ডাক্তার বা হাসপাতাল থাকা সত্বেও শুধুমাত্র রংচটা বিজ্ঞাপন আর নিজেকে নামিদামি বলে জাহির করার জন্য কলকাতা বা মাদ্রাজে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দেশের কোটি কোটি টাকা ভারতে দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যন্ত তাঁরা নিয়ন্ত্রণ এতদিন করেছেন। এদেশের সরকার কে হবে বা হবে না তা ভারত নির্ধারণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালে তাঁরা এদেশকে সহযোগিতা
করেছিলো নিজেদের স্বার্থে। আমাদের মুক্তির বা স্বাধীনতার জন্য নয়।

তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে ভাগ করে উভয় দেশে দাদাগিরি ফলানো। তাঁরা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর সারেন্ডাকৃত অস্ত্র সহ অনেক সম্পদ ভারতে পাচার করে। যার চাক্ষুষ প্রমাণ মেজর জলিল।

আর তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দিয়েছিলো তাঁদের স্বার্থে। বাংলাদেশিদের কয়েকমাসের জন্য আশ্রয় দিয়ে ভারত এসব আশ্রিতদের দেখিয়ে কোটি কোটি বিদেশি ডলার অনুদান কামিয়েছে। আশ্রিত অবস্থাতেও সেখানে অনেক শিশু ও নারী ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে। কলকাতার প্রসেনজিৎ অভিনীত রিফিউজি মুভিতে এর কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তিস্তা নদীর পানি সরবরাহে তারা এখন অনেক আগ্রাসী। তারা আমাদের পানির নায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করছে।

শুধু তাই নয়, আসামের মুসলমানদের বাংলাদেশি বলে তারা তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে পুশইন করার চক্রান্ত করছে। বাংলাদেশে চোরাইপথে গরু পাঠিয়ে বাংলাদেশ গরুর বাজার ধ্বংস আর সাধারণ কৃষকদের সর্বস্বান্ত করছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শত্রু ভারত। তারা স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝা না। তাই বলা যায়, ভারত আকার বা আয়তনে বড় হলেও তাঁর কলিজাটা পুঁটিমাছের কলিজার চেয়েও ছোট।

এদেশে গোপন ভাবে এখন অনেকগুলো এর মতো গোয়েন্দা সংস্থা আর ইসকনের মতো হিন্দুত্ববাদী জঙ্গী সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য হলো এদেশকে একটা ভারতের কলোনী আর তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা।

কিন্তু ছাত্র আন্দোলন আর হাসিনা সরকারের পতনে তাদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

ড. ইউনুস ক্ষমতায় আসার পর তাদের দাদাগিরিতে ভাটা পড়েছে। যদিও তাদের চক্রান্ত থেমে নেই। তাই দেশের সাধারণ মানুষ আর দেশপ্রেমিক সুশীল নাগরিকদের এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার
ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, যাতে আর কোনদিন ভারতীয় এজেন্ডা এদেশে বাস্তবায়িত হতে না পারে।

লাশ ও কবরের নিরপত্তার জন্যও কি দোয়া করতে হবে ?

এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া

১৯৭২ সালের পর থেকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে যখন ক্রমবর্ধমানভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছিল। ঠিক তখই প্রখ্যাত বাম রাজনীতিক ও সাংবাদিক নির্মল সেন প্রশ্ন তুলেছিলেন যে এমন একটি দেশে স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যও প্রার্থনা করতে হবে কিনা ? সেই সময়টা তিনি কলাম লিখেছিলেন "স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাইচ । এই স্লোগানটি শুধুমাত্র নির্মল সেনের ব্যক্তিগত উদ্বেগ ছিল না, বরং এটি সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও হতাশারও প্রতিচ্ছবি ছিল। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর সদ্য গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসীবাদী সরকারের পতন হবার পর সারা দেশে ভিন্ন মতালম্বিদের আস্তানা, আখড়ায়, দরবারে হামলা, আগুন লাগানো, কবর থেকে লাশ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলার যে ঘটনা ঘটছে তাতে আবারো নির্মল সেনের মত কেউ কি বলবে "লাশ ও কবরের নিরপত্তা চাইচ !

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে একটি মহল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর লক্ষে অব্যাহত ষড়যন্ত্র করছে। বিশেষ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়, ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তির ওপর হামলা করে, কবর থেকে লাশ উঠিয়ে অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে দেশে একটি নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। ফ্যাসীবাদের পতনের পর স্বৈরশাসকদের ইতিহাস মুছতে গিয়ে ছাত্র আন্দোলনের সফলতোকে পুজি করে এক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকারীরা ভাস্কর্য ভাঙ্গতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৭ বীর শ্রেষ্টকে মুছে দিতে চাচ্ছে। হেফাজতের নামে কেউ কেউ অতিউৎসাহি হয়ে রাজধানীর ঐতিহাসিক শাপলা চত্বরকে শহীদি চত্বর বানানোর চেষ্টা, দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার ভাঙছে, জলের গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করেছে।

সর্বশেষ ভিন্ন মত গোষনকারী 'নুরাল পাগলা' ও তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজবাড়ীতে যে ঘটনা ঘটল, তা সত্যই নিন্দনীয়, এটা কোন শুভ লক্ষন নয়। এটা সত্য যে, নুরাল পাগলার কর্মকাণ্ড হয়তো অনেকের কাছেই সমর্থনযোগ্য নয়; সমর্থন যোগ্যহবার কথাও নয়। অন্তত সামাজিক মাধ্যমে তাঁর যেসব কথা প্রচার করা হয়েছে, সেগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সেগুলো কি আসলেই সত্য নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশল নিয়ে তৈরী কিনা, সেটাও পরিষ্কার নয়। তবে, ঘটনা যাই হোক, যারা নিজেদের 'তৌহিদী জনতা' আখ্যা দিয়ে কবর থেকে নুরাল পাগলার লাশ তুলে পুড়িয়েছে; তাদের এ কাজ সমর্থন যোগ্য নয়। কোনো ধর্মই মৃতদেহের অবমাননা সমর্থন করে না, করতে পারেও না। আর কথিত তৌহিদী জনতা কবর থেকে তুলে একজন মানুষের মরদেহ সর্বসমক্ষে পুড়িয়েছে কেন ? তাদের আসল উদ্দেশ্য আসলে কি ? এ ন্যক্কারজনক ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম ঘটল বলেই মনে হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে-পরের মানুষ আছে, তারা কেউ কোনো দিন এমন ঘটনা কি দেখেছেন ? কবর থেকে লাশ তুলে, মুসলমানের লাশ তুলে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে? এমন ইতিহাস কি বাংলাদেশে হয়েছে? আমরা কী বাংলাদেশ দেখছি, আমরা কী দেখছি?'

নুরাল পাগলার কবর ও মৃতদেহ নিয়ে অবিশ্বাস্য বিকৃত মানষিকতাপুর্ণ ঘটনার পর সরকার অবশ্য নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এ ধরনের ঘটনা বরদাশত করা হবে না। বিবৃতিটি বাহ্যত প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকারের কাজ কি শুধু বিবৃতি দেওয়া? নাকি এসকল নৃশংস ঘটনা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহন করা। নুরাল পাগলার কবরে যে আঘাত হানা হবে-তেমন আভাস পূর্বেই দিয়েছিল 'তৌহিদী জনতা'। তাহলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আগে কেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করে নাই। পুলিশ অদূরেই অবস্থান করছিল। প্রয়োজনবোধে তারা সেনাবাহিনীও ডাকতে পারত। কিন্তু মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানে যেমন, তেমনি এখানেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ছিল একেবারেই নির্লিপ্ত। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, মিছিল নিয়ে প্রথমে নুরুল হকের আস্তানার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তখন দরবারের লোকজন ইটপাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে অপর পাশ থেকেও ইটপাটকেল ছোড়া হয়। একপর্যায়ে কয়েকশ লোক দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে দরবারে হামলা চালান। এ সময় ভক্তদের কয়েকজনকে বেধড়ক পেটানো হয় এবং নুরুল হকের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। পরে নুরুল হকের লাশ কবর থেকে তুলে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোয়ালন্দ বাসস্ট্যান্ডের অদূরে পদ্মার মোড় এলাকায় নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হামলায় উভয় পক্ষের অন্তত অর্ধশত লোক আহত হন। এই ঘটনার পেছনে যারা জড়িত তাদের আসল উদ্দেশ্যটা আসলে কি ? শুধুই নুরা পাগলার উপর ক্ষোভ নাকি অন্য কিছু? নাকি তারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে অন্য কোন শক্তির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসাবে ভ্যবহৃত হচ্ছে বা হয়েছে ?

সরকারের উপদেষ্টাদের নীরবতার কারনেই দরবার ও মাজোরে হামলাকারীরা উৎসাহিত হচ্ছে বলেও দেশবাসী মনে করছে। ফ্যাসীবাদী শাসকের পরতনের পরপরই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহন না করার কারনেই এসকল ঘটনা ঘটছে আরো ঘটার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজারে হামলা ভয়াবহ আলামত। অথচ বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা এর বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহন না করে বরং নীরবতা পালন করছে। ফলে দেশবিরোধী শক্তির দোষররা মাজার ও দরগায় হামলায় উৎসাহিত হচ্ছে। যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ এর বিরোধিতা করলেও এই সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদী শক্তিকে দমন করতে বা নিয়ন্ত



আপু ডাকায় রোগীকে বের করে দিলেন ডাক্তার

শেরপুর ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতালে এক রোগীর স্বজন ডাক্তারকে 'আপু' ডাকায় উত্তেজিত হয়ে ওই রোগীর অভিভাবকসহ রোগীকে তার কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মারজিয়া খাতুন জরুরি বিভাগের কক্ষ থেকে বের করে দেন। অভিযোগকারী রোগীর স্বজন কাজী মাসুম জানান, দুপুর ২টার দিকে তার ছোট মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস মামিয়ার প্রচণ্ড পেট ব্যথা নিয়ে জেলা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। এ সময় কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে জরুরি কিছু ওষুধ লিখে দেন। হাসপাতালে ওষুধগুলো না পেয়ে বাইরে বিভিন্ন দোকানে খুঁজতে থাকেন।

এক পর্যায়ে একটি ওষুধ না পেয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা পর আবারও জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসারের কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন আগের ডাক্তার ডিউটি শেষ করে চলে গেছেন। তার জায়গায় ডিউটিতে আসেন ডাক্তার মারজিয়া খাতুন। কাজী মাসুম অভিযোগ করে বলেন, ডাক্তার মারজিয়াকে আপুর সম্মোধন করে বলেন 'আগের ডাক্তার যে ওষুধটি দিয়েছিল, ওই ওষুধটি পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনো ওষুধ দেওয়া যায় কি না। এ কথা শুনেই ডাক্তার মারজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বলেন, 'আপু বলছেন কেন, আমি মেডিকেল অফিসার। যান বের হয়ে যান। ঘটনাটি জানার পর কয়েকজন সংবাদকর্মী ওই ডাক্তারের কক্ষে আসেন বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য।

এ সময় তিনি বলেন, আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছাড়া কারও সঙ্গে কোনো কথা বলব না। হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার তাহেরাতুল আশরাফি মোবাইলে বলেন, 'বিষয়টি আমি শুনেছি, হয়তো ভুলক্রমে তিনি এ কথা বলেছেন। তবে আমাদেরকে অফিসিয়ালি অভিযোগ বা সরাসরি কথা বললে শনিবার আসতে হবে।জেলা সিভিল সার্জন মুহাম্মদ শাহীন বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ধরণের কথা বা রুম থেকে কাউকে বের করে দেওয়া উচিত নয়। বিষয়টি নিয়ে আমি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ককে সাথে কথা বলব।



জামালপুরে ছাত্র অধিকার পরিষদের উদ্যেগে বৃক্ষরোপণ

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। কলেজের পানাউল্লাহ আহমদ হল এবং নবনির্মিত ছাত্রী হলে পরিবেশবান্ধব ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক গাছ রোপণ করা হয়।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজকরা জানান, এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য শুধু ক্যাম্পাসকে সবুজ ও দৃষ্টিনন্দন করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ শাখার আহ্বায়ক মোঃ মাহমুদুল হাসান বিবেক, সদস্যসচিব মো. নাজমুল হাসানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা।

এ সময় বক্তারা বলেন, "পরিবেশ রক্ষা ও সবুজ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসা জরুরি। আমাদের এই ছোট উদ্যোগ আগামী দিনে বড় পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জোগাবে।" তারা আরও জানান, ছাত্র অধিকার পরিষদ সবসময় শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর। পরিবেশ সংরক্ষণ, ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য। স্থানীয় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ ছাত্র অধিকার পরিষদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে প্রশংসা করেন। অনেকে আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকলে কলেজ ক্যাম্পাস হয়ে উঠবে এক সবুজ ও মনোরম পরিবেশের প্রতিচ্ছবি।



জাতীয় ঐক্য গড়ে দাঁড়িপাল্লার বিজয় নিশ্চিতের আহ্বান নাজমুল হক সাঈদীর

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ও দাঁড়িপাল্লার বিজয় নিশ্চিত করতে জনমত সৃষ্টি ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য, জামালপুর জেলা শাখার সাবেক আমীর ও জামালপুর-০১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনের এমপি প্রার্থী, এডভোকেট মুহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদী। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদরাসা মিলনায়তনে পৌরসভা জামায়াত আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভা জামায়াতের আমীর ও জেলা জামায়াতের মজলিসে শুরার সদস্য হাফেজ আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা জামায়াতের অফিস, প্রচার ও মিডিয়া সেক্রেটারি অধ্যাপক জাকিউল ইসলাম এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি হাজী ইসমাইল হোসাইন।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার আল আমিন মাহবুব আলী, ওয়ার্ড সভাপতি মুখলেছুর রহমান বিএসসি, আসাদুজ্জামান মাস্টার, এনামুল হক, ফয়জুর রহমান সাদা, আনছার আলী, মোজাম্মেল হক মাস্টার, শ্রমিক নেতা এনামুল হক এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা সভাপতি সাব্বির আহমদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাজমুল হক সাঈদী বলেন, "গণসংযোগ পক্ষকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আগামী নির্বাচনে জামায়াত ও দাঁড়িপাল্লার বিজয়ের জন্য প্রতিটি কর্মীকে জান-মাল ও সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে।" তিনি জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। দাবিগুলো হলো–

১. দ্রুত গণহত্যার বিচার সম্পন্ন করা
২. রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার কার্যকর করা
৩. পিআর পদ্ধতিতে উভয় কক্ষের নির্বাচন অনুষ্ঠান
৪. সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা
৫. ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সেই পথ ধরেই আবারও একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে

এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নাজমুল হক সাঈদী বলেন, "জনগণ আজ ঘুষ, বৈষম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন এ পরিবর্তনেরই প্রাথমিক বার্তা দিয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য জামায়াত সবসময় প্রস্তুত, তবে নির্বাচনের আগে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের আইনগত স্বীকৃতি, গণহত্যার বিচার এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক সংস্কার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।"

সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি হাফিজুর রহমান মুক্তার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামালপুর জেলা জামায়াতের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক ছামিউল হক, বকশীগঞ্জ পৌর জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল মতিন। আরও বক্তব্য রাখেন পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রাশেদুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী রাসেল মাহমুদ, স্থানীয় নেতা আবদুল মোমিন এবং মাওলানা ঈমান আলী। নাজমুল হক সাঈদী তার বক্তব্যে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসে জামায়াতের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, "জনগণের সমর্থনই জামায়াতের সবচেয়ে বড় শক্তি। দেশপ্রেমিক সকল রাজনৈতিক দলকে জাতীয় স্বার্থে এক হতে হবে।"পথসভা শেষে টিকরকান্দি গ্রামে একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হয়।

বাট্টাজোড় কেরামতিয়া রিয়াজুল

মাহমুদ খসরু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, মাওলানা শরিফুল ইসলাম বেলালী, মাওলানা মুফতি ওয়াজ কুরুনী, মাওলানা নুরুজ্জামান ও আব্দুস সামাদ।

এ সময় বক্তারা বলেন, ইসলামি শিক্ষা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরআন-হাদিসের আলোকে একজন শিক্ষার্থী যদি নৈতিকতা, আদর্শ ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে তবে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। বক্তারা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদানে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান এবং শিক্ষাজীবনকে কল্যাণমুখী কাজে ব্যবহারের তাগিদ দেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন– "এই মাদ্রাসা দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে ইসলামের খেদমতে কাজ করে যাচ্ছে। তোমরা যারা আজ ছবকের মাধ্যমে আলিম শ্রেণিতে প্রবেশ করলে, তারা নিজেদের জীবন গঠন করবে আল্লাহভীতি, পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে তোমরাই দেশ ও সমাজের প্রকৃত নেতৃত্ব দেবে।"অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ তারা নতুন শিক্ষাজীবনের শুরুতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং নিয়মিত অধ্যবসায় ও অনুশীলনের অঙ্গীকার করে।শেষে দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

৪ বছর ধরে ভারতে কারাবন্দি

সংগঠন, আইনজীবী, সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাদের দাবি, দেশের নাগরিক হিসেবে তিনজনের মুক্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এলাকাবাসী জানায়, এ তিন পরিবার দিনদিন অসহায় হয়ে পড়ছে। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশি নাগরিক আটক থাকা কেবল ওই পরিবার নয়, বরং জাতির জন্যও বেদনাদায়ক ঘটনা। পরিবারগুলোর আহ্বান– বাংলাদেশ যেন মেহেদি, মমিন ও শাওনকে ভুলে না যায়।

শিক্ষার মানোন্নয়নে বকশীগঞ্জে

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শাহ জহুরুল হোসেন। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারসহ উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ। সভায় বক্তারা শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা, শিক্ষার্থীদের পাঠদানে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার, নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা এবং অভিভাবক সমাজের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ জহুরুল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, "শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা ও মূল্যবোধে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে শৃঙ্খলা, নিয়মিত পাঠদান এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।"

সভা শেষে উপস্থিত সবাই শিক্ষার মানোন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বাঁশ দিবস : টেকসই উন্নয়ন

ভূমিকা রাখে। বিশ্ব বাঁশ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো- বাঁশের বহুমুখী ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাঁশ শিল্পকে আরও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গড়ে তোলা।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসকে ঘিরে আয়োজন করা হয় নানা কর্মসূচি। কোথাও প্রদর্শনী, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা বাঁশের তৈরি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

এ ধরনের উদ্যোগ শুধু ঐতিহ্য ধরে রাখতেই নয়, বরং গ্রামীণ কারিগর ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণের এই সময়ে বাঁশ হতে পারে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।

তাই বিশ্ব বাঁশ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়- পরিবেশ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম।

এসআই খায়রুজ্জামানের তৎপরতায়

জুন শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় লাঙ্গল জোড়া নূরানী মাদ্রাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় তাওহীদ। কিন্তু রাত ৯টার দিকে মাদ্রাসার মুহতামি তার বাবা রুবেল মিয়াকে ফোন করে জানান, তাওহীদ মাদ্রাসায় পৌঁছায়নি। এরপর থেকেই শুরু হয় সন্তানের খোঁজাখুঁজি। সারারাত খুঁজেও কোনো সন্ধান না পেয়ে পরদিন ২৯ জুন জামালপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং ১৭৯৫) করেন তাওহীদের বাবা।

জিডি করার পর থেকেই ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেন এসআই খায়রুজ্জামান। তিনি নিজ উদ্যোগে নিখোঁজ সংক্রান্ত সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করান এবং তাওহীদের ব্যবহৃত বাটন ফোন ট্র্যাক করে সরিষাবাড়ি পর্যন্ত অনুসন্ধান চালান। তবে প্রথম পর্যায়ে তাকে উদ্ধার সম্ভব হয়নি। পরে এসআই খায়রুজ্জামানের পরামর্শে তাওহীদের বাবা লিফলেট ছাপিয়ে বাস, ট্রেন, সিএনজি ও জনবহুল স্থানে বিতরণ করেন। এই প্রচারণা এলাকাজুড়ে তাওহীদের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

অবশেষে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক স্থান থেকে খবর পেয়ে তাওহীদকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উদ্ধারের পর তাওহীদ জানায়, বাড়ি থেকে বের হয়ে রেলস্টেশনে গিয়ে ঘড়ি কিনি। সেখানেই দুইজন লোক আমার মুখে স্প্রে দেয়। এরপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি ঢাকায়। তারা খুনের হুমকি দিয়ে সারাদিন কাজ করাতো, খাবারও ঠিকমতো দিত না। আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

তাওহীদের বাবা মোঃ রুবেল আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, আমরা ভেবেছিলাম হয়তো আর কোনোদিন ছেলেকে দেখতে পাব না। আল্লাহর রহমতে আর এসআই খায়রুজ্জামানের অক্লান্ত চেষ্টার কারণে আজ আমারয ছেলে ফিরে এসেছে। তার প্রচেষ্টা না থাকলে হয়তো এ উদ্ধার সম্ভব হতো না।

এ প্রসঙ্গে এসআই খায়রুজ্জামান বলেন, তাওহীদ নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। মিডিয়ায় সংবাদ প্রচার, লিফলেট বিতরণসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। অবশেষে পরিবারকে সন্তান ফিরিয়ে দিতে পেরে স্বস্তি পেয়েছি। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে, জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বর্তমানে তাওহীদ পরিবারের কাছে রয়েছে। তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

বকশীগঞ্জের খয়ের উদ্দিন

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "সুশিক্ষিত মানুষই জাতির প্রকৃত সম্পদ। আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যাতে দেশ ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে, সে লক্ষ্যেই আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের শিক্ষাদান করব।"

প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ জহুরুল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, "বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। পড়াশোনার পাশাপাশি নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাহলেই তারা সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।"

অতিথিদের বক্তব্যের পর দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে ফুলেল শুভেচ্ছা ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয়া হয়।

জামালপুরে পুকুর থেকে শিক্ষার্থীর

রাহিম আশেক মাহমুদ কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তার বাড়ি জামালপুর পৌরসভার রামনগর এলাকায়। তিনি ওই এলাকার রেজাউল করিমের ছেলে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে,'বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে কলেজের পুকুরে গোসল করতে নামে রাহিম। এক পর্যায়ে পানিতে তলিয়ে যায় সে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ডুবুরি দল পুকুরের পানির নিচ থেকে রাহিম কে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।'

জামালপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের টিম লিডার মো. আজহারুল ইসলাম বলেন,'আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে রাহিমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাহিমের এমন মৃত্যুতে পরিবার, সহপাঠী এবং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

যুবতীর সঙ্গে আপত্তিকর

ঘটনায় তাঁকে বিএনপি থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, আবু বক্কর সিদ্দিক এক যুবতীকে জড়িয়ে ধরে সেলফি তুলেছেন। এ সময় তাদের শরীরে কোনো কাপড় ছিল না। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর সাধারণ মানুষসহ স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আবু বক্কর সিদ্দিক দাবি করেন, আমার বাড়িতে লুটপাটের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলার আসামিরা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য এসব করেছে।

উপজেলা শ্রমিকদল সভাপতি আনোয়ার জাহিদ মাখনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথমে সরাসরি সাক্ষাতে কথা বলার কথা বলেন। পরবর্তীতে আবার ফোন করলে তিনি মন্তব্য না করেই কল কেটে দেন। অন্যদিকে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান রতন বলেন, আমি ছবি দেখি নাই। ছবি না দেখে কোনো মন্তব্য করতে পারবো না।

বিষয়টি এলাকায় তোলপাড় হওয়ার পর ভুক্তভোগী নারী নিজেই বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মাদারগঞ্জ মডেল থানায় ওই ভুক্তভোগী নারী অভিযোগ করেছেন। এতে আবু বক্কর সিদ্দিকসহ আরও ৫-৬ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে বিবাদী করা হয়েছে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ভুক্তভোগীর স্বামী প্রবাসে থাকাকালে ২০২২ সালের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ব্যবসার কথা বলে ২২ লাখ ৩০ হাজার টাকা নেন আবু বক্কর সিদ্দিক। পরে টাকা ফেরতের সময় পার হওয়ার পরও সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন আবু বক্কর। এক পর্যায়ে দেওয়ার ফাঁদে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করা হয়।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত আবু বক্কর সিদ্দিকের বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে। এতে থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

মাদারগঞ্জ থানার ওসি সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জামালপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল

রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ মিলনায়তনে এ নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জামালপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ সুলতান মাহমুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) উপসচিব সরকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মাহবুবুর রহমান।

বিশেষ অতিথি বক্তব্য দেন জামালপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব প্রফেসর মো: আব্দুর রাজজাক, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ খান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (অবঃ) ও ডেইলি ফ্রন্ট নিউজের প্রকাশক ও সম্পাদক মেহেরুল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা মূলক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

জামালপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শহিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন কলেজের একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স, পরিচালক অত্র কলেজের সহকারী অধ্যাপক মু. জিল্লুর রহমান।

অভিভাবকদের মধ্যে রেজাউল সোহাগ, দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাবরিনা জাহান অনাদী, নবীন শিক্ষার্থী মোছা: নাইমা আক্তার সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কলেজের দ্বাদশ শ্রেনির শিক্ষার্থী মো: আজিজুল হক। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীর সাবরিনা জাহান অনাদী ও তার দল। নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে অত্র কলেজের দ্বাদশ ছেলেরা-ছেলেদের ও মেয়েরা-মেয়েদের।

অপহরণের নাটক করা সেই ছাত্রলীগ

পাশা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে রাজধানীর উত্তরা হাউস বিল্ডিং এলাকা থেকে শাহেদ আলী (২১) এবং ফার্মগেট এলাকা থেকে জামাল পাশা (৪৩)কে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেন।

এর আগে গত ৩ আগস্ট শাহেদ আলী নিজের চোখ বেঁধে অপহরণের নাটক সাজিয়ে ফেসবুকে ভিডিও প্রচার করেন, যা পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়।

এ বিষয়ে জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোহেল রানা বলেন, ডিবি পুলিশের একটি বিশেষ দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে উত্তরা থেকে শাহেদ আলী এবং ফার্মগেট থেকে জামাল পাশাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদেরকে জামালপুর সদর থানার নাশকতার মামলায় আদালতে পাঠানো হবে।

মেলান্দহে ২০৫০ পিস ইয়াবাসহ

গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুলালের বাড়ি উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের চর খাবুলিয়া গ্রামে। তার স্ত্রী মিনা বেগম (৩৭) ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দুলাল জানায়, সহযোগী ফকরুল (৪৮) নিকট মাহমুদপুর বাজারের কাছে ইয়াবাগুলো বিক্রির জন্য যাচ্ছিল তারা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মেলান্দহ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেপ্তার দুলালকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিভেদ নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে

ঘরে ঘরে গিয়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বর্তমানে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সারাদেশে নানা দায়িত্ব পালন করছি। তাই বকশীগঞ্জের উন্নয়ন ও জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য আমার ছেলে ব্যারিস্টার শাহাদাত বিন জামান সোভনকে আপনাদের সাথে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ তিনি আপনাদের পাশে থেকে কাজ করবেন।"

মিল্লাত তার বক্তৃতায় বকশীগঞ্জবাসীর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন।

এর মধ্যে রয়েছে– বকশীগঞ্জ রেললাইন নির্মাণ, বিনামূল্যে পরিবার কার্ড বিতরণ, কিয়ামত উল্লাহ কলেজে অনার্স চালু করা, খাতেমুন মঈন মহিলা কলেজকে সরকারি করণ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, "দেখুন, জামায়াতে ইসলামী নেত্রীরা ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের কাছে ভোট চাইছে। আমাদেরও আরও বেশি করে ঘরে ঘরে গিয়ে ধানের শীষের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে হবে। জয় আমাদের হবেই, ইনশাআল্লাহ।"

বক্তারা সমাবেশে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি ও তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, বিএনপি জনগণের দল, জনগণের ভোটেই বিএনপিকে বিজয়ী করে দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। সমাবেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে কর্মী সমাবেশের কার্যক্রম শেষ হয়।

জামালপুরে ভোক্তা অধিকারের

মেডিকেল হলে ওষুধের মূল্য তুলে ফেলে বিক্রির অভি